সংবাদ

তারিখ ... 26/5/83 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম 7 ...

110

# শিক্ষানীতি বাস্তবে রূপ দিতে ৫ বছর লাগবে : শিক্ষামন্ত্রী

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

শিক্ষামন্ত্রী ডঃ আবদুল মজিদ খান জানিয়েছেন যে, প্রস্তাবিত শিক্ষা নীতির রূপরেখাকে বাস্তবে রূপ দিতে পাঁচ বছরের মত সময় লাগবে।

গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় তিনি তাঁর বাসভবনে সাংবাদিকদের সাথে আলোচনা করছিলেন। তিনি জানান, প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির ব্যাপারে জনমত যাচাই করার উদ্দেশ্যে ৫০ হাজার প্রশ্নপত্র ছাপা হয়েছিল। এর ভেতর থেকে ২৫ হাজারের মত প্রশ্নপত্র বিতরণ করা হয়। প্রায় ১২ হাজার প্রশ্নপত্রের জবাব ইতিমধ্যে পাওয়া গেছে। বাংলাদেশে যেখানে শিক্ষিতের হার খুবই কম, সেখানে এতোগুলো প্রশ্নপত্রের জবাব পাওয়াটাই একটা বড় সাফল্য বলে তিনি উল্লেখ করেন।

অতীতে যখনই কোন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয়েছে, তখনই সরকারকে বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই অভিজ্ঞতার কথা মনে রেখে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয়েছিল কিনা—এ প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, নতুন কোন কিছু করতে গেলেই বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়।

শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে কখনো আরবী, কখনো দীনিয়াত আবার কখনো ইসলামিয়াত শিক্ষা চালু করার কথা সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে। কিন্তু আসলে কোন্‌টা সরকার চান ?—এই প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী জানান যে, আসলে সবটাই। দেশে ২ লাখ মসজিদ ও ১ লাখ ৭০ হাজার মক্তব চলছে।

যদি ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি মানুষের আকর্ষণ না থাকত তাহলে এ সকল প্রতিষ্ঠান চলতে পারত না বলে তিনি উল্লেখ করেন।

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বর্তমান সরকারের ১৮ দফা কর্মসূচীর সম-

(শেষ পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

## শিক্ষামন্ত্রী

(১ম পাতার পর)

র্থনে 'নতুন বাংলা ছাত্র সমাজ' নামে ছাত্র সংগঠন গড়ে উঠছে। অপরদিকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা প্রসঙ্গে ছাত্রদের রাজনীতিমুক্ত থাকার জন্য উপদেশ দিচ্ছেন। নতুন ছাত্র সংগঠন গড়ে তোলা এবং সিএমএল এ'র এই উপদেশের মধ্যে কতোখানি সামঞ্জস্য আছে সে ব্যাপারে জানতে চাওয়া হলে শিক্ষামন্ত্রী জানান যে, বর্তমান সরকার শিক্ষাঙ্গনকে রাজনীতিমুক্ত রাখার নীতিতে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের সাথে দেখা করে ছাত্ররা তাঁর 'পৃষ্ঠপোষকতা' চেয়েছিল। কিন্তু ছাত্রদের প্রস্তাবে তিনি রাজী হননি বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন।

কিন্ডার গার্টেন সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য গত বছরের মে মাসে জনৈক ব্রিগেডিয়ারের নেতৃত্বে যে কমিটি গঠন করা হয়েছিল সে ব্যাপারে মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি জানান যে, উক্ত কমিটি এখনো রিপোর্ট দাখিল করতে পারেনি। তবে অল্পদিনের মধ্যেই এ ব্যাপারে রিপোর্ট দাখিল করা সম্ভব হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।